RAY: International Journal of Multidisciplinary Studies, E-ISSN: 2456-3064
Volume VI, No. I, April, 2021, pp. 119-138.

রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ

Shampa Patra
M. A. in Political Science,
Department of Political Science,
Kazi Nazrul University,
Asansol, West Bengal, India.
shampapatra018@gmail.com

*Amit Kumar Chakrabarty
Assistant Professor in Commerce
Chakdaha College, Nadia,
West Bengal, India.
dr.amitkbb@gmail.com

কথাবস্তুর কাঠামো (Structure Abstract)

উদ্দেশ্য (purpose) : নারী পুরুষ লিঙ্গসমতার কথা ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনাতেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া মৌলিক অধিকার, মৌলিক কর্তব্য ও নির্দেশাত্মক নীতির মধ্যেও বিষয়টি রয়েছে। নারী ও পুরুষের সমতাভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে গেলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়ে নারীর অবস্থান থাকতে হবে।আর এই জন্য রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হবে যেন তারা জনপ্রতিনিধি হিসেবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে

পারেন।আধুনিক যুগের রাজনীতিতে নারীদের প্রভাব কেমন রয়েছে এটা দেখানো এই গবেষণার নিবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

পদ্ধতি (Methodology): বর্তমান সময়ে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ কেমন রয়েছে এই বিষয়টির স্বরূপ উৎঘাটনের জন্য বিভিন্ন রিপোর্ট,পুস্তক,সংবাদপত্র প্রকাশিত বিভিন্ন খবর প্রবন্ধ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাচীন ভারত থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভারতীয় রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণের অবস্থান সম্পর্কে কিছু আলোচনার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে সামগ্রিক।

উপপদ (Finding): লিঙ্গবৈষম্য ভারতের রাজনীতিতে এখনো বিদ্যমান রয়েছে। ভারতীয় রাজনীতিতে নারীদের আসন সংরক্ষিত থাকলেও সেই সংরক্ষিত আসনের বাইরে ভারতীয় নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ খুব বেশি নয়।নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সত্যিকারে প্রতিফলন ঘটে সংসদের সাধারণ আসনে নারীর প্রতিনিধিত্ব মাধ্যমে। যে ক্ষেত্রে আমাদের অর্জন উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়লেও এখনো গর্ব করার মতো পর্যায় পৌঁছায়নি।

মূল শব্দগুচ্ছ (Keywords): লিঙ্গসমতা, লিঙ্গবৈষম্য, জনপ্রতিনিধি, সমতা, রাজনীতি, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন,প্রতিনিধিত্ব।

ভূমিকা (Introduction)

নারী ও পুরুষের সমতাভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে গেলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়ে নারীর অবস্থান থাকতে হবে। আর এ জন্য রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে, যেন তাঁরা জনপ্রতিনিধি হিসেবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। যদিও বহু দিন ভারতের রাজনীতিতে নারী নেতৃত্ব চলছে, তার পরও সার্বিকভাবে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ সুখকর নয়। সংরক্ষিত নারী আসনের বাইরে সাধারণ আসনে খুব কমসংখ্যক নারীকেই দলীয় মনোনয়ন দেওয়া হয়। রাজনীতি নারীর সামাজিক পদমর্যাদার উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি। রাজনীতিতে শহর অঞ্চলের মহিলারা অংশগ্রহণ করলেও গ্রাম অঞ্চলের মহিলারা রাজনীতি নিয়ে খুব একটা আলোচনা করে না গ্রামীণ মহিলারা সংসারের কাজকর্ম নিয়ে নিজেদের ব্যস্ত রাখেন।লোকসভায় 14% আসনে মহিলারা প্রতিনিধিত্ব করছে, ভারতবর্ষের মতো দেশেএই সংখ্যাটি মোটেই গর্বের নয় ।বহু বছর ধরে আমাদের দেশের মহিলারা রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে নিপীড়িত গ্রাম অঞ্চলে মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ খুবই কম। যে নারীরা রাজনীতি করেন তাদের সমাজ যেন

ভালো চোখে দেখেনা রাজনীতি করা যেন একটা অপরাধ সমাজের কাছে। কিছু সংখ্যক নারী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করলেও পুরুষের সাথে কর্মসূচী সম্পাদনে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই জন্য গ্রাম অঞ্চলের নারীরা নিজেদের রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখে ফলে গ্রামীণ নারীরা নির্বাচনী লড়াইয়ে মহিলা প্রতিনিধিত্ব হারিয়ে ফেলে। সভ্যতার যে অগ্রগতি ও বিকাশ আমরা দেখতে পাচ্ছি তা নারীকে ছাড়া সম্ভব ছিল না।তাইতো আমাদের বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন।

“বিশ্বে যা কিছু -মহান্ সৃষ্টি, চির -কল্যানকর

আর্ধেক তার করিযাছে নারি, অর্ধেক তার নর।

উপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল ভারতীয় নারীরা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নারীদের রাজনীতি পরাধীন ভারতকে অন্ধকার থেকে আলোর আনতে সাহায্য করেছিল।জাতীয় কংগ্রেসের গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতের সংঘটিত একটি নারীমূর্তির আবির্ভাব ঘটেছিল।কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে মহিলারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।উনিশ শতকের রাজনীতিতে নারীর আবির্ভাব ঘটেছিল সামাজিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে।বিংশ শতকের কুড়ির দশকে নারীর রাজনৈতিক সচেতনা প্রকাশ পেয়েছিল গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। গান্ধীজী ভারতীয় রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ এর প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরেছিলেন। গান্ধীজীর

চেয়েছিলেন' নারী-পুরুষ একত্রিতভাবে দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য কাজ করবে। সরোজনী নাইডু ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক অন্যতম নেত্রী। 1922 সালে গান্ধীজী সরোজনী নাইডু বলেছিলেন "I entrust the destiny of India to your hands" গান্ধীজী নাইডুর নেতৃত্বে কংগ্রেসের মধ্যে মহিলা শাখার দাবি জানিয়েছিলেন।এই দাবির ভিত্তিতে কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় এর উদ্যোগে 1927 খ্রিস্টাব্দে গড়ে উঠেছিল "All India women's Conference" অসহযোগ ,আইন অমান্য ,ভারত ছাড়ো আন্দোলনে মহিলাদের অংশগ্রহণ এই আন্দোলন গুলিকে আরো শক্তিশালী করে তুলেছিল। গান্ধীজী বলেছিলেন "the part the women of India played will be written in words of gold "।

বাংলার তেভাগা আন্দোলনে মহিলারা অংশগ্রহণ করেছিল। মহিলার নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য তেভাগার তেলেঙ্গানা সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।স্বাধীনতার পরবর্তী সময়কালে চিপকো,নর্মদা বাঁচাও এর মতো বিভিন্ন পরিবেশ ও সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও সংসদীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ব্যাপারে এখনও পশ্চাৎপদতা রয়েছে।সংসদীয় রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ কে সুনিশ্চিত করতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং সরকার বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করছে, পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় 50 শতাংশ মহিলা আসন

সংরক্ষণে মন্ত্রিসভায় অনুমোদনের মধ্য দিয়ে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে পথ প্রশস্ত হবে বলে আশা প্রকাশ করে।

গ্রামীণ রাজনীতির অংশ, গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ।রাজ্য সরকারের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হওয়ায় রাজ্য সরকারের গ্রামোন্নয়ন সংক্রান্ত সব কর্মসূচির সঙ্গেই পঞ্চায়েত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে জড়িত। গ্রাম পঞ্চায়েত গঠিত হয় দু-ধরনের সদস্য নিয়ে – নির্বাচিত ও পদাধিকার বলে সদস্য। গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যসংখ্যা ন্যূনতম পাঁচ ও সর্বাধিক 30। গ্রাম পঞ্চায়েতে তফশিলি জাতি, উপজাতি ও মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকে। তাছাড়া তফশিলি জাতি ও উপজাতির জন্য সংরক্ষিত আসনের 1/3ভাগ আসন তফশিলি জাতি ও উপজাতির মহিলাদের জন্য এবং সর্বমোট আসনের 1/3ভাগ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অসংরক্ষিত আসনগুলিতেও তফশিলি জাতি, উপজাতি ও মহিলারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় সংরক্ষিত আসনের বাইরে গ্রামীণ রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ তেমন নেই। রাজনৈতিক, সামাজিক তথা মহিলারা যেন গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করতে পারে এই জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা,নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ দেওয়া,এবং পঞ্চায়েতের সর্বস্তরে,বিধানসভা,লোকসভায় মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব কে সুনিশ্চিত করা।

গ্রন্থ পর্যালোচনা (Literature review)

ভারতের নারীদের রাজনৈতিক অবস্থান, ও নারীদের সামাজিক অবস্থান,ইত্যাদি বিষয়ে রচিত গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে নির্বাচিত কয়েকটি গ্রন্থের নিম্নে আলোচনা করা হল -

The changing status of woman in West Bengal (1970-2000) যশোধরা বাকচি সম্পাদিত এই গ্রন্থে পশ্চিমবাংলার বিগত 30 বছরের মহিলাদের অবস্থান কেমন তা পরিসংখ্যানগত ভাবে দেখানো হয়েছে।! Towards Equality র প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবাংলার মহিলাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার অবস্থান চিত্রটি কে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে পশ্চিমবাংলা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার,ভারতের নারী পুরুষের জনসংখ্যা তুলনা জন্মহার শিশু মৃত্যুর হার, বৈবাহিক অবস্থা সামাজিক নারীর অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ে পরিসংখ্যান উল্লেখ করা হয়েছে।

রাজশ্রী বসুর নারীবাদ (2012) গ্রন্থে নারী বাদের উদ্ভব প্রেক্ষাপট ও দার্শনিক ভিত্তিতে বিভিন্ন তরঙ্গ দ্বারা এবং ভারতীয় নারীবাদ এর প্রসার প্রভৃতি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।গ্রন্থটি থেকে বোঝা যায় নারীবাদ কেবলমাত্র নারী বৈষম্য কে কেন্দ্র করে একটি আন্দোলন ও বৈদিক চর্চা নয়।পরবর্তীতে এটি একটি সুসংহত চিন্তা-দর্শন বা মতাদর্শ।বিশেষ করে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স,মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে বিভিন্ন চিন্তাবিদদের লেখার মধ্য দিয়ে এবং বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গড়ে

উঠেছে।গ্রন্থটিতে নারীর রাজনৈতিক অধিকার সামাজিক অধিকারের দিক গুলি ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে বিপরীত বিভিন্ন ধারা যেমন উদারপন্থী,মার্কসীয়,সমাজতান্ত্রিক, বৈপ্লবিক, পরিবেশবাদী,উত্তর-ঔপনিবেশিক,উত্তরাধুনিক প্রভৃতি। এবং নারীবাদ এর প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ তরঙ্গের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন।

সত্যব্রত চক্রবর্তী সম্পাদিত Political Sociology (2005)বইটিতে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। রাজনৈতিক অংশগ্রহণের বিভিন্ন ধরন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে,নির্বাচন পদ্ধতির বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে।কারা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে এবং কেন করে তাও ব্যাখ্যা করা হয়েছে।শিক্ষা, পেশা,সামাজিক লিঙ্গ ব্যবস্থার প্রতি সন্তুষ্ট বা হতাশা ব্যক্তির ভবিষ্যৎ না থাকায় দৈনন্দিন জীবনের সংগ্রামে, অন্যদিকে মানবী ক্রিয়াকর্মের সংক্ষেপ উল্লেখ করা হয়েছে। ‘জেন্ডার’ ও রাজনীতি নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করেছেন।নারী আন্দোলনের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন।মহিলাদের রাজনীতির বিষয়ে আলোচনা ওপর বিচার বিশ্লেষণ করেছেন।

পূর্বোক্ত আলোচনার সীমাবদ্ধতা (Gap in Existing Literature)

পূর্ববর্তী লেখকগণ মহিলাদের সামাজিক অবস্থান ও রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে আলোচনা করেছেন কিন্তু এর বাইরে আরও কিছু দিক নিয়ে

গবেষণার অবকাশ রয়ে গেছে।বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিম্নে সেই দিকগুলো আলোচনা করা হলো।

1) গবেষণার স্বার্থে বেশকিছু পুস্তক জার্নাল গবেষণাপত্র মহিলাদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে। মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ নিয়েও অনেক গবেষণা করা হয়েছে।কিন্তু মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ কম হওয়ার কারণ কী তা নিয়ে পূর্বোক্ত লেখকগণের আলোচনায় প্রাধান্য পায়নি।
2) মহিলাদের রাজনৈতিক মুখী করে তোলার জন্য কি কি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত সরকারিভাবে তা পূর্বোক্ত গবেষণায় আলোচনায় করা হয়নি।
3) মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে মহিলা সমিতি গুলি।পূর্বোক্ত গবেষণায় মহিলা সমিতির কথা আলোচনা করা হয়নি।

গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives of the Study)

গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য গুলি হল -

1) রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ এর মান এত কম কেন তা যাচাই করা l
2) মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে, মহিলা সমিতি গুলি কি সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে তা যাচাই করা।

3) বিভিন্ন কমিটিতে মহিলা সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে পুরুষতন্ত্রের কোন প্রভাব থাকে কিনা তা জানা।
4) রাজনৈতিক দলগুলোতে মহিলারা স্বাধীনভাবে কার্য সম্পন্ন করার সম্পূর্ণ স্বাধীন অধিকার দেওয়া।
5) 73 তম সংবিধান সংশোধনীর পরিপ্রেক্ষিতে পঞ্চায়েতের এক-তৃতীয়াংশ,আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে।সাময়িকভাবে গ্রামীণ মহিলারা স্থানীয় রাজনীতিতে সংরক্ষন আসনে কেন অংশগ্রহণ করছে না তার কারণ ক্ষতিয়ে দেখা।
6) সমাজের সকল শ্রেণীর নারীর মত প্রকাশের,দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ এর পথে সকল বাধা অপসারণ করে সমাজে অর্জনের লক্ষ্যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সংস্কার সহজ-সরল করণ।
7) নারীদের সামাজিক ও রাজনৈতিক সাম্য নিশ্চিত করা।
8) রাজনীতিতে ও জনজীবনে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ
9) ভোটাধিকার ও সহকারী কর্তৃত্বও কর্মক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা বা পরিচালনার অধিকার নিশ্চিত করা।

পদ্ধতি (Methodology)

মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এই গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে বিভিন্ন পত্র -পত্রিকা, পুস্তক -পুস্তিকা,জার্নাল, ইন্টারনেট থেকে তথ্য পর্যালোচনা মাধ্যমে।গবেষণাটি করতে কোয়ালিটেটিভ মেথড ব্যবহার করা হয়েছে। এই গবেষণাটি আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানের ভাষায় ‘Qualitative

research' এবং এই গবেষণার প্রকৃতি হল বিশ্লেষণমূলক। এই গবেষণাটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য কতগুলি ধাপে ভাগ করা হয়েছে। কাঠামো,ভূমিকা,গ্রন্থ পর্যালোচনা, পূর্বোক্ত আলোচনা সীমাবদ্ধতা,গবেষণারউদ্দেশ্য,পদ্ধতি,তথ্য সংগ্রহ,আলোচনা,উপসংহার,সুপারিশ,গ্রন্থঋণ ইত্যাদি।

তথ্য সংগ্রহ (Data Collection)

বিভিন্ন পুস্তক থেকে, বিভিন্ন রিপোর্ট, বিভিন্ন সংবাদ পত্রিকা থেকে,বিভিন্ন জার্নাল, ইন্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

আলোচনা (Discussion)

একটি দেশের মহিলারা কতটা সামাজিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা পেয়ে থাকেন তা দিয়েই সেই দেশের মহত্ব বিচার করা হয়।

যেদিন ভারত গণতন্ত্র হয়ে উঠেছিল সেদিন থেকেই পুরুষদের সঙ্গে দেশের মহিলারাও সমান ভোটাধিকার লাভ করেছিল। পুরুষদের সঙ্গে মহিলাদের সমান ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে যুক্তরাষ্ট্রের কিন্তু 144 বছর লেগেছিল এবং ইউনাইটেড কিংডমের 100 বছর লেগেছিল।দুর্ভাগ্যবশত, ভারতবর্ষে নারী-পুরুষের সমান ভোটাধিকার কিন্তু মহিলাদের আরও বেশি করে রাজনৈতিক ময়দানে অংশগ্রহণ করা নিশ্চিত করতে পারেনি।স্বাধীনত 74 বছর পরেও এখনও দেশের মহিলাদের সামাজিক,

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের পথে প্রভূত বাধা রয়েছে। সাংস্কৃতিক অন্তরায়, কঠোর সামাজিক নিয়ম, শিক্ষাগত যোগ্যতার অভাব, নিরাপত্তাজনিত কারণগুলো ও সর্বপরি পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ফলে মহিলারা এখনও ঘরে-বাইরে পুরুষদের হাতে লাঞ্ছিত হয়ে থাকে। মা, স্ত্রী, বোন কিংবা গৃহবধূ - এই ভূমিকাগুলোর বাইরে বেরিয়ে রাজনীতিতে আসতে গেলে তাদের আজও বেশ কাঠখড় পোহাতে হয়। আমাদের এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী রাজনীতি করবে তা মেনে নিতে পারে না।ভারতবর্ষের নারীরা উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে, কর্ম করছে,কর্মের সন্ধান করছে, খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করছে, কিন্তু স্বাধীনতার এত বছর পরেও নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ নিয়ে ভারতবর্ষের যেন এখনও গর্ব করার মতো জায়গায় পৌঁছাতে পারেনি।

অথচ পরাধীন ভারতের ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশগ্রহণ নারীদের রাজনীতিতে পাদপ্রদীপের আলোয় আনতে সাহায্য করেছিল।গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে রাজনীতিতে সংঘটিত নারীমূর্তির আবির্ভাব ঘটেছিল।তেভাগা,তেলেঙ্গানা সংগ্রামে কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের মহিলারা নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য লড়াই করেছিলেন।স্বাধীনতার পরবর্তী কালে রাজনৈতিক আন্দোলন ও সামাজিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিল নারীরা এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য আন্দোলন গুলি হল চিপকো আন্দোলন,নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন

ইত্যাদি।ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গনে মহিলাদের আবির্ভাব ঘটেছিল সামাজিক কল্যাণ ও বিপ্লববাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে।এর মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য নারী হলেন মাতা তপস্বিনী, সরলা দেবী, কামা,সরোজনী নাইডু,এনারা ছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী।এবং প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার যিনি ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নারী মুক্তিযোদ্ধা ও প্রথম বিপ্লবী মহিলা শহীদ ব্যক্তিত্ব।উনিশ শতক থেকে বিংশ শতকে নারীর রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন।যে দেশের উপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতা আন্দোলন এত নারী অংশগ্রহণ করেছে। বর্তমানে আধুনিক ভারত রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ গর্ব করার মতো পর্যায়ে পৌঁছায় নি এখনও।

রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নে মহিলা সমিতি গুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।মহিলা সমিতি গুলি মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অধিকার এর জন্য লড়াই করে,নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে।মহিলা সমিতির মাধ্যমে পুরাতন কুসংস্কার, কু-প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে।মহিলা সমিতি গুলি বিভিন্ন জেলাতে,গ্রামে ও শহরে অঞ্চলে রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে মহিলাদের উৎসাহ প্রদান করে থাকে।একসময় মহিলা সমিতি থেকে মহিলারা দলে দলে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন।আবার পুরুষতান্ত্রিক বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে মহিলা সমিতি।তবে গ্রাম

অঞ্চলের মহিলা সমিতির সদস্য এখনো তুলনামূলক অনেক কম সংখ্যায় রয়েছে গ্রামীণ রাজনীতিতে সেভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারছে না।গ্রামীণ অঞ্চলে মহিলা সমিতির সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে তবে তবে গ্রামীণ রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ আরো সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।তবে এক্ষেত্রে সরকারের সহযোগিতা একান্ত কাম্য। মহিলাদের রাজনীতিতে বাড়ানোর জন্য মহিলা সমিতির ভূমিকায় যথেষ্ট নয়।প্রশাসনকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। স্থানীয় প্রশাসনকে আরও সক্রিয় হয়ে উঠতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলিকে এক-তৃতীয়াংশ মহিলা সদস্যের অংশগ্রহণ করাতে হবে।

ভারতের পার্লামেন্টে এক-তৃতীয়াংশ আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত করার জন্য চিন্তাভাবনা চলছে গত পঁচিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে।বছর দশেক আগে এই লক্ষ্যে একটি বিল রাজ্যসভাতেও পাস হয়েছিল - কিন্তু লোকসভায় পেশ না-করায় তা নিজের থেকেই খারিজ হয়ে গেছে।প্রায় সব রাজনৈতিক দলই মুখে অন্তত এই বিলকে সমর্থন জানায়, কিন্তু নির্বাচনে প্রার্থী দেওয়ার সময় তাদের মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা থাকে হাতেগোনা পঞ্চায়েতের রাজনীতিতে নারীর ক্ষমতায়নে সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী। পঞ্চায়েত স্তরে মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের থেকে এগিয়ে ঝাড়খণ্ড , রাজস্থান , উত্তরাখণ্ড , কর্নাটক , কেরালা বা অসমের মতো রাজ্য। কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান অনুযায়ী , পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান 12 নম্বরে। এগিয়ে সিকিমও। পঞ্চায়েত মন্ত্রকের হিসেব অনুযায়ী , পঞ্চায়েতে মহিলাদের সর্বভারতীয়

হার 45.99 %। ঝাড়খণ্ড 59.18%রাজস্থান 58.29% উত্তরাখণ্ড 57.83% ছত্তিশগড় 55.14% কর্নাটক 53.40% কেরালা 51.85% বিহার 51.68% হিমাচল 50.11% মধ্যপ্রদেশ 50% অসম 50%অন্ধ্র 50% সিকিম49.95% মহারাষ্ট্র 49.93% পশ্চিমবঙ্গ 49.98% প্রতিনিধিত্বেহার। ভারতে মোট 3 হাজার 974 জন বিধায়কদের মধ্যে সারা দেশে মহিলা বিধায়কদের সংখ্যা মাত্র 352। সংখ্যাটা মাত্র 9 শতাংশ।

১৯৫২-এর প্রথম লোকসভায় ৫ শতাংশ মহিলা সদস্য ছিলেন (৪৮৯টি আসনের মধ্যে ২৪ জন মহিলা)।১৯৫৭লোকসভায় ৪.৪৫%,১৯৬২ লোকসভায় ৬.২৮%, ১৯৬৭ লোকসভায় ৫.৫৮%,১৯৭১ লোকসভায় ৫.৪১%,১৯৭৭ লোকসভায় ৩.৫১%, ১৯৬০ লোকসভায় ৫.২৯%,১৯৮৪ লোকসভায় ৭.৯৫%,১৯৮৯ লোকসভায় ৫.৪৮%, ১৯৯১ লোকসভায় ৭.৩০%,১৯৯৬ লোকসভায় ৭.৩৭%,১৯৯৮ লোকসভায় ৭.৯২%,১৯৯৯ লোকসভায় ৯.০২%,২০০৪ লোকসভায় ৮.২৯%, ২০০৯ লোকসভায় ১০.৮৭%, ২০১৪ লোকসভায় ১২.১৫%, ২০১৬ লোকসভায় ১৪%। ১৭ তম লোকসভায় এবার সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মহিলা সাংসদ। সংসদের 543টি আসনের মধ্যে এবার 78 জন মহিলা নির্বাচিত হয়েছেন ।মোট সাংসদের 14 শতাংশ মহিলা। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম এত সংখ্যক মহিলা সাংসদ পেয়েছে দেশ। তবে সংখ্যাটা ভারতের নিরিখে সর্বোচ্চ হলেও খুব একটা গর্ব করার মতো নয়। সারা বিশ্বে গড়ে 24 শতাংশ মহিলা সাংসদ থাকেন। এমন কী দক্ষিণ এশিয়ায় মহিলা সাংসদের পরিমাণ গড়ে 18 শতাংশ। 17তম লোকসভায় রাজ্যে থেকে নির্বাচিত হওয়া মহিলা সাংসদের সংখ্যা। উত্তরপ্রদেশ সবচেয়ে বেশি,11।

সে রাজ্যে অবশ্য লোকসভা কেন্দ্রের সংখ্যাও অন্য রাজ্যের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশি। পশ্চিমবঙ্গেও নির্বাচিত হওয়া মহিলা সাংসদের সংখ্যা 11। এ বার 41 শতাংশ মহিলা প্রার্থী দিয়েছিলেন নির্বাচনে রাজ্য সরকার । 17 জন মহিলা প্রার্থীর মধ্যে 9 জন জয়ী হয়েছেন। ওড়িশায় মুখ্যমন্ত্রী নবিন পট্টনায়ক এবছর ৩৩ শতাংশ মহিলা প্রার্থী দিয়েছিলেন বিজেডি থেকে। 21 টির মধ্যে 7 টি আসনেই মহিলা প্রার্থী ছিল। এদের মধ্যে 5 জন মহিলা প্রার্থী জয়ী হয়েছেন। বিজেপি থেকে আরও দু'জন মহিলা প্রার্থী মিলিয়ে সংখ্যাটা 9। হরিয়ানা। সে রাজ্যে 11 জন মহিলা প্রার্থীর মধ্যে মাত্র 1 জন জয়ী হয়েছেন। কেরালা থেকে নির্বাচিত হওয়া মহিলা সাংসদের সংখ্যাটা আদৌ আশাপ্রদ নয়। মাত্র 1 জন মহিলা সাংসদ নির্বাচিত হয়েছে সে রাজ্য থেকে। সংসদে মহিলা সদস্যের প্রতিনিধিত্বের নিরিখে প্রথম বিশ্বের দেশগুলোর কথা না হয় নাই বা তোলা হল, কিউবা, রায়ান্ডা, বলিভিয়া, আফগানিস্থান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং নেপালের থেকেও অনেক পিছিয়ে ভারত। লোকসভায় 33 শতাংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হওয়ার পরেও কোন সরকারের কোনও জমানাতেই এক সাংসদের তৃতীয়াংশ মহিলা সদস্য হয়নি এখনও।

গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে থেকে আমাদের আইন, উন্নয়নের নীতি, পরিকল্পনা এবং কর্মসূচি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মেয়েদর অগ্রগতির অভিমুখে কাজ করেছে। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় থেকে (1974-1978) মেয়েদের ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গির একটা বিরাট পরিবর্তন এসেছে। এই পর্বে কল্যাণের চেয়ে নারীর উন্নয়নের প্রশ্নটিতে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ক্ষমতায়নের প্রশ্নটিই নারীর অবস্থান বিচারে কেন্দ্রীয় বিচার্য

বিষয়। 1990 সালে সংসদীয় আইনের মাধ্যমে জাতীয় মহিলা কমিশন গঠন করা হয় যার উদ্দেশ্য মেয়েদের অধিকার ও আইনি সুরক্ষার ব্যবস্থা করা। সংবিধানের 73 এবং 74নম্বর সংশোধনীর (1993) মাধ্যমে মেয়েদের জন্য পঞ্চায়েত, পৌরসভা ও স্থানীয় প্রশাসনে আসন সংখ্যা সংরক্ষিত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে স্থানীয় স্তরে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে মেয়েদের ভূমিকা অনেকটাই দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।তবে সম্পূর্ণভাবে দৃঢ় এখনো পর্যন্ত হয়নি। শাসন ব্যবস্থায় মহিলাদের রাজনৈতিক যোগ্যতা সম্পর্কে যে সমস্যাগুলো রয়েছে তা আছে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে, গ্রামীণ মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করার প্রধান সমস্যা হলো অশিক্ষা এবং অনভিজ্ঞপ্রসূত সমস্যা।ভারতবর্ষের ইতিহাসের নারীত্ব শব্দটি সতীত্ব প্রতিব্রতা সঙ্গে মিশে গেছে। সমাজের এই ধরনের শব্দ গুলির জন্য যেন নারীরা ঘরে বন্ধ হয়ে থাকছে। নারী ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করলে পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য নারীকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতেই হবে। এইজন্যই কেন্দ্র ও রাজ্য ও স্থানীয় প্রশাসনিক সরকারকে সুদৃঢ় ও পরিকল্পনা করতে হবে।যাতে করে নারী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ সহজাত হয়।

উপসংহার (Conclusion)

কী উদ্দেশ্য নিয়ে গবেষণাটি করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে আগে।মূলকথা হলো ভারতীয় রাজনীতিতে নারীদের স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে ব্রিটিশ বিরোধী সব আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ করেছিল ভারতীয় নারীদের স্বাধীনতা দিন থেকে ভোট দেওয়ার ক্ষমতা

পেয়েছে।তবে আধুনিক ভারতীয় নারীরা রাজনীতিতে খুব একটা অংশগ্রহণ করছে না ভারতের সমাজে বৈষম্য কারণে,আবার সমাজের অনেক মানুষই নারীদের রাজনীতি থেকে দূরে রাখতে চাই।লিঙ্গ বৈষম্য ভারতের রাজনীতিতে অনেক বড় সমস্যা।তবে নারীরা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করছে বটে ভারতের মতো বিশাল দেশে সাংসদ নারীর সংখ্যা সর্বভারতীয় স্তরে 14% যেটা কখনোই গর্বের নয়। একটি দেশের সার্বিক উন্নয়ন তখনই সম্ভব যখন ক্ষমতায়নের দিক থেকে নারী পুরুষ সমান সমান হয়।রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ না বাড়ালে দেশের সার্বিক উন্নয়ন কখনোই সম্ভব হবে না।

সুপারিশ (Recommendation)

1)নারীরা যাতে তাঁদের পূর্ণ ক্ষমতা বুঝতে পারে। সে দিকে তাকিয়ে তাঁদের উন্নয়নে সদর্থক অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতি নিতে হবে।

2)দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক জীবনে সিদ্ধান্ত নেওয়া ও অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে যাতে নারীরা সমান সুযোগ পান তার ব্যবস্থা করা।

3) নারীদের প্রতি সব রকমের সামাজিক বৈষম্য দূর করার জন্য আইনি ব্যবস্থাকে জোরদার করা।

4)নারী ও পুরুষদের সমান তালে রাজনীতি অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো।

5) নাগরিক সমাজ, বিশেষ করে নারী সংগঠনগুলির সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলা ও তা সুদৃঢ় কর।

6) সমস্ত ক্ষেত্রে প্রকৃত ও বিধিসম্মত ভাবে নারীরা যাতে পুরুষদের সঙ্গে সমান মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা ভোগ করেন তার ব্যবস্থা করা।

7) গ্রামীণ নারীদের গ্রামীণ অঞ্চলে নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বাড়াতে ও উন্নয়নের জন্য বৈষম্য দূরীকরণ।

গ্রন্থঋণ (Reference)

1. Shivaraman ,M. (1975). Towards Emancipation. *Socical Scientist, 4(1).* 33-40.
2. *বসু.আর,2012* নারীবাদ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ কলকাতা।
3. Dutta, K (2007*).* Women's studies and women's movement in India. Kolkata: The Asiatic Society.
4. Agrwal, M. (2009). Woman Empowerment and Globalization. New Delhi: Kanishia Pubishers.
5. *মুখার্জি, বি 2015* আসানসোল কমিউনিস্ট আন্দোলনের কিছু কথা নতুন চিঠি প্রকাশন, বর্ধমান
6. *ঘোষ উজ্জ্বল,2002*পঞ্চায়েত মহিলা সংরক্ষণ, পুস্তক বিপণি,কলকাতা
7. *Report of the committee on panchayati Raj institution, Dept, 1978,*of Rural Development, Government of India, New Delhi

8. Sharma,K.(------).Power of Representation, Reservation of woman in India. *Asian journal of women's studies.6(1).*68-73.